# চাই আলোকিত প্রতিপক্ষ প্রসঙ্গে

জামিলুল বাসার

To:
From: AVIJIT@,
Date: Sun, 20 Aug 2006 04:51:31 -0700 (PDT)
Subject:[vinnomot] Warren Buffett : If u believe in god, he is the god.

Dear All,

I believe that nobody ever saw the god. If u believe on god, I think u can find him on Warren Buffett. He is the best human in the history of human kind.
We've known for decades that Warren Buffett is brilliant at investing money. And now we know that he's brilliant at giving it away, too. Buffett, who runs the Berkshire Hathaway conglomerate has committed to donate Berkshire stock currently valued at about $44 billion to the Bill and Melinda Gates Foundation, and about $6 billion more to four Buffett family foundations. That's about 85 percent of his Berkshire stake, and is the biggest single gift ever announced by anyone.
Already bill gates declares that his charity organisation will invent the vaccine for HIV after getting the money from warren buffett. AIDS is the most devestrating problem in the world. Warren buffett gave all his properties for the human.
In the human history, no one loved people and sacrificed like him.
If u really want to see, h is the god.

Avijit

উল্লেখিত শিরোনামে আমাদের শ্রদ্ধেয় অভিজিৎের লেখাটি দেখে প্রচন্ড অভিমান করেছিলাম, এমন গোস্যা হয়েছিল যে, পারি তো এখনই তাবিজ গুণে অভিজিৎকে আমার বাসায় হাজির করে অভিজিৎের ঐ ইংরাজি দাওয়াত পত্রটি দেখাই। কিন্তু পীরসাব বললেন যে, তাবিজ দেয়া যায় তবে এ্যক্সান হবে আধা-আধি; অর্থাৎ অর্ধেক পথ আনা যাবে। কারণ? কারণ 'অভিজিৎ' দু'জন; একজন ভি এম অন্য জন এম এম। এম এম অভিজিৎ ঐ যে অভিমান করে ভি এম ছাড়লেন আর ফিরে আসেননি! বললাম শরিয়তে ৩ দিনের বেশি অভিমান করে থাকা দুরস্ত নেই। গুরু বললেন নাস্তিক্য শরিয়তে একবার অভিমান করলে জীবনে আর ফেরার পথ থাকে না। শুধু তাইই নয়! অতীত সম্পর্কের সকল আলামত নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।-- গরুও বিষ্ঠা খেয়েও ফিরে আসে না? -- না। শুনে হতবাক হলাম। মানুষ্য জাতের মধ্যে এমন হয়! লজ্যায় মাথা হেট হলো! হ্যাঁ নিশ্চয়ই একটা গড়-বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এখন কি করি! তিনি একজন জ্ঞানী-বিজ্ঞানী মডারেটর, এডিটর, তাই সম্ভবত তিনি 'একক নামের দ্বৈত ব্যক্তি' বিষয়টি জানতেন বা জানা স্বাভাবিক! যা প্রধানতঃ পাগলের জানা অস্বাভাবিক। সুতরাং 'এই অভিজিৎ সেই অভিজিৎ না' অথবা ' আমি এম এম অভিজিৎ, ভি এম অভিজিৎ নই' মাত্র এটুকু আলো জ্বালালে মুহূর্তে সব চুকে যেতো! মশা মারতে আন্তর্জাতিক তুলাকাম কান্ড করতে হতো না। এবং আলো পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতাম, ফলে হতেন আরও নমস্য। পক্ষান্তরে এটুকু দুর্বলতা পুজি করে, (কান্না পায়) উপরন্তু মিত্রদের সমর্থন নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন এক রাস্তা-ঘাটের উলঙ্গা সাধু! পাগলের উপর! ঘোষনা দিলেন ক্ষমাও করবেন না! ঘেন্নাও করবেন না। কারণ তেল আমার চাই নতুবা ধ্বংস।

এমন একটি সমস্যায় আরো একদিন পড়ে ছিলাম। তাতে উদ্ধার করেছিলেন  সন্মানিত দুই বন্ধু ফতে মোল্লা ও জনৈক পারভেজ। ফতে মোল্লা বলেছিলেন যে, 'হাঁসের মত দুধটুকু টেনে নিয়ে পানিটুকু ত্যাগ করলেই তো হয়।' কি মুল্যবান অথচ সহজ কথা! সত্যিই তো হাঁসগুলি কতো বড় বৈজ্ঞানিক! কিন্তু এবারে কেউ এগিয়ে এলেন না। হয়তো ৫৬ ধারার মামলা বলে ।

ভুল হলেও মুলতঃ এম এম ও ভি এম দুই অভিজিৎই 'নাস্তিক্য বিজ্ঞানবাদী'! উভয়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণা ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ-বর্জন করেন না! 'গড' স্বীকার করেন না। সুতরাং দেহের পার্থক্য ছাড়া প্রধানত: নেটে তাদের ইমান-আকিদা, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ইত্যাদিতে তিল পরিমাণ পার্থক্য থাকতেও পারে! কিন্তু  বহুল পরিমাণে মিল থাকাই স্বাভাবিক; উপরে অভিজিৎের ইংরাজি পত্রটিই একটি প্রমান। সুতরাং প্রতিবেদনটি গবেষণা ভিত্তিক ভাগাভাগি করে নিলেও পারতেন! অথবা সদিচ্ছা থাকলে বন্ধু ফতে মোল্লার মন্ত্রটি গ্রহণ করতে পারতেন!  উলঙ্গ সাধু! মানুষ চিনতে অবশ্যই একটি নিতান্ত কেরানীক্যাল, সমনামিক্যাল ভুল করেছে! এতে সে দুঃখিত, লজ্জিত! মর্মাহত! তবে অন্যায় করেনি! মাতলামী করেনি! পাগলামী করেনি! মিথ্যাও বলে নি! অতএব অন্যদের কাছে 'হিয়ার ছেজ'  পাওয়া দু'নম্বরী ফতোয়াগুলি পুণর্বহাল করার পুর্বে একবারও কি বিজ্ঞান-গবেষণার কথা মনে পড়েনি? আলোর মধ্যে আঁধার??

নাস্তিকগণ লাদেন, ছাইদী হবেন কেন! উপমা দেয়া হয় মাত্র! হয় তাদের চেয়ে বেশি নতুবা কম!  ঈমান-আকিদার মান সমান, পথ ভিন্ন মাত্র, এই যা! ওরা দু'নম্বরী 'হিয়ার ছেজ' দিয়ে দুনিয়াটারে মোসলমান করে ছাড়তেছে; পক্ষান্তরে এরা পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই 'হিয়ার ছেজ' খেতাব দিয়ে এক অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে এক ঝুড়ি খেতাবে ভুষিত করে বোমা-বারুদ-নেজা-বল্লম হাতে আলো খুজে বেড়াচ্ছেন! দুটো রসের কথা বলবেন বলে! ডক্টরেট হতে পারেন! ডাক্তার তো নন, বাবুজী! সুতরাং  সচরাচর ভুলের বা দুর্বলতার ইসু ভিত্তিক অবিজ্ঞানিক, অনধিকার চর্চাই কি নাস্তিকের স্বভাবধর্ম ?? মহান আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনটি একবারও কি চোখে পড়লো না!

বাবুজী! আকডম-বাকডুম যাই বলি! ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মৌলবাদীর চেয়ে তুলনায় কোরানের অনেক বানীই নাস্তিকগণ মানেন ও বিজ্ঞানে খাটান বলেই তুলনায় নাস্তিকদের অনেক কদরও করি।গঠণমুলক বিজ্ঞানের ঘোর সমর্থক, অঘটনমুলক বিজ্ঞানের ঘোর বিদ্রোহক। এক্ষেত্রে আমাকেও ইব্লিস (বিদ্রোহী) বলতে পারেন। শিক্ষার দৈনতার জন্য মাঝে মধ্যে এদিক সেদিক বলে ফেলতে পারি বটে! দয়া করে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

তাছাড়া মানী-গুণী লোকের এমনিতেই লজ্যা-শরম, ভাব-অভিমান কম থাকা উচিৎ এবং থাকেও। দেখছেন্না! হাসিনা দীর্ঘ ৫ বৎসর যাবৎ দিন দুপুর নেই, রাত নেই; ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে, কাবা-কাশী খালেদাকে গদি ছাড়ার মুদ্রা রোগে আক্রান্ত! কিন্তু খালেদা মাইন্ডই করেন নি (প্রধানতঃ)। কারণ পুর্বের 'ছ ছেজ' অভিজ্ঞতায় আপন দায়িত্ব আচল ভরে ভরে মরা স্বামীর কবরে আর জেতা ছেলের পকেটে ডলার-টাকা সামলাচ্ছেন! জনতার খেদমতে!! আইল ঠেলা,কারণ ছাড়াই বাঙ্গাল হত্যা!  ট্রিলিয়ণ ডলার দানের কথা দ্বিতীয় বার আর বলতে সাহস হয় না। সত্য যখন আপন ঘাড়ে চড়ে! স্বার্থে যখন আঘাত লাগে! তখন আস্তিক-নাস্তিক, পাগল-ডক্টর-ডাক্তার,গুরু-শিষ্য সকলেই চনা-দুধ আর লেজে-গোবরে একাকার হয়। তাতে গাইএর কিছু আসে যায় না। পাগলেরও না।

কামরান মির্জা এন্ড কোং এর বাবার স্থলে  নাকে খত্ দিয়ে জামিলুল বাসারের বাবাকে বহু পুর্বেই বসানো হয়েছে!  শুধু তাইই নয়! বাসারের ছেলের বাবাকেও। তবুও তারা খোস নন! মশাল হাতে এগিয়ে আসেন নি। পাগলের সাক্কা নাড়ানোর মত বিষয়টি যখন পুনঃ পুনরায় তুললেন! তখন অন্তত এবারে বাসারের ছেলের বাবার কাছে অন্তত একজন (৫ম) নাস্তিকের বাবাকে বসানোর সুযোগটি পুনরায় করে দিলেন। কারণ? চাই আলোকিত প্রতিপক্ষ!! প্রকারান্তরে যাদের সাহায্যে বাসারকে ধরাশায়ী করলেন তাদেরই পুরোনো ক্ষতে নুনের ছিটা দিলেন। একেই বলে কৃতঘ্ন। বাসারের আগে রায়হানের শিষ্য হতে পারেনি! আমিই তার ১ নম্বর ছাহাবা, অবশ্য তিনি যদি কবুল করেন। অভিজিৎ (এম এম) ২ নম্বর। অন্তত এই একটি সত্য দয়া করে কবুল করুণ।

আসলে বাবুর ক্ষোভ অন্যত্র, যেখানে তিনি মাড়াতেই চান না। এবং দলের কেহই তা চাইলো না। পিঠে না ঠেকা পর্যন্ত আমিও আর চাই না। চোখ বেঁধে দেহের বিজ্ঞান ক্ষত গায়েব করলেও ভাববাদ থেকে কি আর মুক্তি পাওয়া যায়? দোয়া করি! দয়া করুণ!

নমঃস্তস্তৈঃ ! নমঃস্তস্তৈঃ ! নম নমঃ ।